আমিরুল মুমিনিন

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
অনুবাদ : আশরাফ মাহদি

ফাতিহ প্রকাশন

সূচি

প্রথম অধ্যায়

নাম, বংশ, উপাধি, জন্ম ও বিশেষ গুণাবলি.....২১

প্রথম পরিচ্ছেদ.....২২

ইবনে যুবায়েরের নাম, বংশ পরিচয় ও উপাধি..... ২৩

ইবনে যুবায়েরের জন্ম ও বাইয়াত গ্রহণ ২৩

আব্দুল্লাহর পিতা যুবায়ের ইবনে আওয়াম.....২৫

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মা আসমা বিনতে আবু বকর.....২৭

হিজরতের সময় তার ত্যাগ ও অবিচলতা ২৭

মুশরিকা মায়ের সাথে সম্পর্ক ৩০

ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্ব..... ৩১

কুরআনের সাথে সম্পর্ক ৩১

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সন্তানাদি ও স্ত্রীগণ..... ৩২

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের গুণাবলি.....৩৩

ইবনে যুবায়েরের জ্ঞান সাধনা ও ফিকহ চর্চা..... ৩৪

ইবাদত এবং তাকওয়া..... ৩৬

সাহসিকতা ও বীরত্ব..... ৩৭
বাগ্মিতা ও বক্তৃতা ৩৮
দানশীলতা ও উদারতা ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ..... ৪২

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও মুয়াবিয়ার যুগে ইবনে যুবায়ের...৪২

ইয়ারমুক যুদ্ধ ৪৩
উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে ইবনে যুবায়ের..... ৪৪
হযরত উসমানের যুগে কুরআন লিপিবদ্ধকরণ..... ৪৫
হযরত উসমানের যুগে উত্তর আফ্রিকায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জিহাদ..... ৪৫
ইয়ামুদ্দার বিদ্রোহের দিন হযরত উসমানের পক্ষে ইবনে যুবায়েরের প্রতিরোধ ৪৮
জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ৫০
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের খিলাফতকালে ইবনে যুবায়েরের যুদ্ধ ..৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ..... ৫২

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সংগ্রাম.... ৫২

ইয়াজিদের বাইয়াত..... ৫৩
'ইয়াজিদের পক্ষ থেকে ওয়ালিদ ইবনে উতবার প্রতি-..... ৫৫

ইয়াজিদের আমলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সংগ্রাম..... ৬০

মক্কায় ইবনে যুবায়েরের হিজরত ও কতিপয় কারণ—..... ৬০
ইবনে যুবায়ের ও তার সাথীদের বিদ্রোহের কারণ..... ৬২
ইবনে যুবায়েরকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা..... ৬৫

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইবনে যুবায়েরের প্রথম প্রকাশ্য প্রতিরোধ..... ৬৭
প্রতিবাদ দমনে ইয়াজিদের নমনীয় প্রচেষ্টা ৬৯
ইয়াজিদের ক্ষোভ ৭০
ইয়াজিদের প্রস্তাবে ইবনে যুবায়েরের চিন্তা ও পরামর্শ ৭২
ইবনে যুবায়েরের জবাবে প্রতিনিধি দলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া..... ৭৩
ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান ৭৫
হাসিন ইবনে নুমাইয়ের হামলা, অবরুদ্ধ ইবনে যুবায়ের ও কাবায় আগুন
..... ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের.....৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ.....৮৯

ইয়াজিদের মৃত্যু ও ইবনে যুবায়েরের খিলাফত ৮৯
ইয়াজিদের মৃত্যু..... ৮৯

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের খিলাফত ৯০
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের শাসনকালের মেয়াদ..... ৯০
খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে শূরা পদ্ধতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ৯১
ইন্তেকালের সময় মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের বয়স ৯৩
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের ইন্তেকাল পরবর্তী সংকট..... ৯৩
খিলাফতের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বাইয়াত গ্রহণ ৯৫

হিজাজে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বাইয়াত.....৯৭
ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অবস্থান
..... ৯৮
ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের অবস্থান ৯৯

ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার অবস্থান ১০০

ইরাকে ইবনে যুবায়েরের বাইয়াত..... ১০৪

শামে ইবনে যুবায়েরের বাইয়াত ১০৫

ইবনে যুবায়েরের বাইয়াতের ক্ষেত্রে খারেজিদের অবস্থান ১০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.....১০৮

ইবনে যুবায়েরের বিরোধিতায় মারওয়ান ইবনে হাকাম..... ১০৮

মারওয়ানের বংশ পরিচয় ও ইবনে যুবায়েরের বিরোধিতায় তার অবস্থান ১০৯

ইবনে যুবায়েরের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত, জাবিয়া পরামর্শ সভার গুরুত্ব ও মারজে রাহিতের যুদ্ধ.....১১২

জাবিয়ার বৈঠক ১১২

জাবিয়ার বৈঠকে শূরাঈ পদ্ধতির অনুসরণ ১১৪

জাবিয়া বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ১১৭

শূরায় নির্বাচিত মারওয়ানের মোকাবেলায় ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্ব. ১১৭

মারজে রাহিতের যুদ্ধ ১২১

মারজে রাহিত যুদ্ধের ফলাফল ১২২

কায়েসীদের পরাজয়ের কারণ ১২৩

মারজে রাহিতে মারওয়ানের কান্না ১২৩

মিশরে উমাইয়াদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইরাক এবং হিজাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা..... ১২৫

আব্দুল মালেকের ক্ষমতা গ্রহণ ও মারওয়ানের ইন্তেকাল.....১২৮

আব্দুল মালেক কর্তৃক ভাতিজা ইবনে সাঈদকে ধোঁকা ১৬২

রোমের সাথে সন্ধি এবং জারাজিমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ.....১৬৫
যুফার ইবনে হারিস কিলাবী.....১৬৬
ইরাককে উমাইয়া শাসনের অন্তর্ভুক্তকরণ ও মুসআব ইবনে যুবায়েরকে হত্যা.....১৬৮
মুসআব ইবনে যুবায়েরের পরাজয়ের কারণসমূহ.....১৭৩
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের উপর মুসআব হত্যার প্রভাব ও তার খুতবা প্রদান..... ১৭৪
মুসআব ইবনে যুবায়ের সম্পর্কে আব্দুল মালেকের অভিমত.....১৭৬
মুসআব ইবনে যুবায়েরের স্ত্রী সাকিনা বিনতে হুসাইন..... ১৭৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ..... ১৭৮

আমিরুল মুমিনিন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শেষ পরিণাম.....১৭৮
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে সর্বশেষ অবরোধের পূর্বে উমাইয়াদের হিজাজ দখলের চেষ্টা ১৭৯
হুবাইশ ইবনে দুলজাহ কাইনীর আক্রমণ..... ১৭৯
নায়েল বিন কাইস জুযামির আক্রমণ ১৮০
উরওয়া বিন আনিফের অভিযান..... ১৮০
আব্দুল মালেক ইবনে হারিস ইবনে হাকামের অভিযান.....১৮১
তারিক ইবনে আমরের অভিযান.....১৮২
দ্বিতীয়বার অবরোধ ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের পতন ১৮২
অর্থনৈতিক অবরোধ ১৮৩
মক্কার পাহাড়সমূহে কামান বসানো.....১৮৪
আসমা বিনতে আবু বকর কর্তৃক নিজ সন্তানের মুক্তির পথ বের করা ১৮৬

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাহাদাত.....১৮৯
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার যুক্তি উপস্থাপন..... ১৯১
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাহাদাতের পর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কর্তৃক প্রশংসা.....১৯৩
আব্দুল মালেকের কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বাইয়াত.....১৯৩
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী.....১৯৫
ফিতনার জামানায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৭

ফিতনা মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে.....১৯৮

যুদ্ধ এড়ানো এবং মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করা.....১৯৮
ক্ষমতার অধিকারী ইমামের আনুগত্য করা, তাকে ফিতনা ও পরস্পরের বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা..... ২০০
সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং মিথ্যাকে এড়িয়ে চলা..... ২০৩
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের ব্যাপারে আহলে হকের অবস্থান.... ২০৬
কাবা পুনঃনির্মাণ ২০৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ..... ২১০

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের খিলাফাহ পতনের কারণসমূহ.....২১০

হিজাজের ভূমিকে খিলাফতের সদর দপ্তর হিসেবে গ্রহণ করা..... ২১১
অবস্থান ২১২
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা..... ২১২
মানবশক্তি.....২১৩

ইবনে যুবায়েরের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি..... ২১৪
রাষ্ট্রনীতি ২১৪

মুশরিকা মায়ের সাথে সম্পর্ক

আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মা মুশরিকা ছিলেন। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, 'আমার মা আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়। আমি কি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, সম্পর্ক রাখবে।'[১০]

ইবনে হাযার বলেন, উক্ত হাদিসে উল্লিখিত 'রাগেবা' শব্দের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত রয়েছে। জমহুরের মতে, শব্দটির উদ্দেশ্য হলো— আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মা তার মেয়ের সদাচারণ পেতে আগ্রহী।

উক্ত হাদিস থেকে ইমাম খাত্তাবী একটি শরঈ হুকুমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'মুসলমান আত্মীয়দের সাথে যেভাবে সম্পদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, কাফের আত্মীয়দের সাথেও অনুরূপ করা হবে।'[১১]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।' (সুরা মুমতাহিনা: ৮-৯)

উক্ত আয়াত দুটি থেকে বোঝা যায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম থাকলেও যে সকল মুশরিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে না, তাদের ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে ছাড় রয়েছে। তাদের প্রতি সদয় হওয়ার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।[১২]

---

১০. বুখারী, হাদিস নং- ২৬২০

১১. ফাতহুল বারি: ৫/২৭৭

১২. শারহু মানযুমাতুল আদাব: ১/২৯৮

ইয়াজিদের বাইয়াত

হযরত মুয়াবিয়া ইন্তেকালের সময় ইয়াজিদ সেখানে ছিলেন না। তিনি আসতে আসতে মুয়াবিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়। ফিরে এসে সর্বপ্রথম অনুসারীদেরকে নিয়ে পিতার কবরে গিয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাজার নামাজ পড়লেন।[৫২] সেখান থেকে বের হয়ে নিজ বহর নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে জামাআতের জন্য একত্র হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অন্যদিকে তার পিতার নির্মিত 'খাদরা' মহলে প্রবেশ করে গোসল সেরে শাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে মসজিদে আসন গ্রহণ করেন। হামদ ও সানা পড়ে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন।

'হে জনতা, মুয়াবিয়া আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। তাকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন। সময়মতো তাকে নিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তার উত্তরসূরিদের চেয়ে উত্তম হলেও পূর্বসূরিদের চেয়ে উত্তম ছিলেন না। আমি আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে কোনো গুণকীর্তন করব না। আল্লাহ তার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। যদি আল্লাহ তাকে মাফ করেন, তাহলে সেটা আল্লাহর দয়া। আর যদি তাকে শাস্তি দেন তবে সেটা তার গুনাহের ফলাফল।

'আমি মুয়াবিয়ার পর খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। যদিও আমি এটা আশা করিনি। তবে দায়িত্ব যখন এসেছে আমি অপারগতা প্রকাশ করে ছেড়ে দেওয়ার অভিনয় করতে চাই না। আল্লাহ যখন কোনো কিছু চান, তখন তা হয়ে যায়।'

এরপর ইয়াজিদ মুসলিম সেনাদের উদ্দেশ্যে ইশতিহার ঘোষণা করেন।

---

৫২. বিদায়া নিহায়া: ১১/৪৫৯

হাসিন ইবনে নুমাইয়ের হামলা, অবরুদ্ধ ইবনে যুবায়ের ও কাবায় আগুন

সেনাদল মক্কায় পৌঁছানোর পূর্বে পথিমধ্যে সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবা মৃত্যুবরণ করেন। অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় হাসিন ইবনে নুমাইয়ের উপর। মুহাররম মাস তখন শেষ হতে আর চার রাত বাকি। এমন সময় সেনাদল মক্কায় পৌঁছে যায়। হারাম শরিফ থেকে দেড় মাইল দূরে হাসিনের বাহিনী হাজুন পাহাড় থেকে মাইমুন কূপ পর্যন্ত অবস্থান করছিল। হাসিন তাদেরকে বেশ বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অবস্থানের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মক্কা ঘেরাও করে ভয়াবহ যুদ্ধাভিযানের পরিবেশ তৈরি করা হলো। পরিস্থিতি দেখে ইবনে যুবায়ের সিরিয়ান সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মক্কাবাসীকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। হাররার ময়দানে পরাজিত বাহিনীও সাথে যোগদান করে। এমনকি খারেজিদের নেতা নাজদাহ ইবনে আমের হানাফিও সদলবলে ইবনে যুবায়েরের পক্ষে লড়াই করতে চলে এলেন। সিরিয়ান সৈন্যদের হাত থেকে মক্কাকে বাঁচানোই সবার উদ্দেশ্য।[১০৪] তবে হাসিনের বাহিনীর তুলনায় ইবনে যুবায়েরের জনবল ছিল খুবই কম। যা এত বড় সৈন্যদলের মোকাবেলায় যথেষ্ট ছিল না। ফলে পরিস্থিতি শুরু থেকেই হাসিনের অনুকূলে ছিল। এক পর্যায়ে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের হারিয়ে ইবনে যুবায়ের দুর্বল হয়ে পড়লেন। ভাই মুনযির ও আবু বকর, দুই ছেলে, মুসআব ইবনে আব্দুর রহমান, হুযাফা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওয়াম, আমর ইবনে উরওয়া ইবনে যুবায়ের কেউই তখন তার সাথে নেই।

তখন ৬৪ হিজরি। রবিউল আওয়াল শুরু হবার তিনদিন পর মক্কার দুই পাহাড় আবু কুবাইস ও কুয়াইকানে কামান দাগালো হাসিন ইবনে নুমাইর। ইবনে যুবায়ের তার ডান পরামর্শক ও উপদেষ্টাদের হারিয়েছেন। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা গোলার আঘাতে শহিদ হয়েছেন। তখনই হাসিন

১০৪. আনসাবুল আশরাফ: ৪/৩৩৮

খিলাফতের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বাইয়াত গ্রহণ

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর শরঈভাবে খলিফা নির্বাচন হয়নি। ইয়াজিদ তার পুত্র মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন। তবে তার বাইয়াত শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়নি। কেননা শূরার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত না হলে তার বাইয়াত গ্রহণযোগ্য হয় না। এরপরও যারা বাইয়াত গ্রহণ করেছিল তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তারা বেশিরভাগই দামেশক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বনু কালবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন।

তাছাড়া মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ স্বল্প হায়াত পেয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি শূরাঈ ব্যবস্থাও ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে কাউকে নির্বাচন করে যাননি। কোনো অছিয়তও করে যাননি।

পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের কাছে বাইয়াত গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। হিজাজ, ইরাক ও তার পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের শেষ সীমানা, মিশর ও তার পশ্চিমাঞ্চলের শেষ সীমানা, এমনকি সিরিয়ার অনেক অঞ্চলও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের অধীনে চলে আসে। দামেশকে তার কাছে দাহহাক ইবনে কায়েস আল ফিহরী বাইয়াত গ্রহণ করেন। হিমসে নুমান ইবনে বাশির, কিন্নাসরিনে যুফার ইবনে হারিস আল কিলাবী, ফিলিস্তিনে নাতেল ইবনে কায়েসও তার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তবে ফিলিস্তিনে রুহ ইবনে যামবা আল জুযামীর নেতৃত্বে একটি দল বিদ্রোহ করেছিল। এছাড়া সিরিয়ার বালকা অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও কেউ তার বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে বিদ্রোহ করেনি। উক্ত অঞ্চলের বিদ্রোহে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন ছিল হাসসান ইবনে মালেক ইবনে বাহদাল আল কালবী।[১৩৭]

এই ধরনের বিদ্রোহ ছাপিয়ে সিংহভাগ অঞ্চলই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের অধীনে চলে আসে। সেই সাথে শরঈ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ পরিপূর্ণ খিলাফতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়।[১৩৮] তারপর তিনি সব অঞ্চলে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ দিলেন। যে অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা

১৩৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৩৭৩, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের লিমাহমুদ শাকের: ৬৬
১৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের লিমাহমুদ শাকের: ৬৮

ফিতনা মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে

যুদ্ধ এড়ানো এবং মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করা

প্রথম ফিতনা (হযরত উসমানের শাহাদাত) ও দ্বিতীয় ফিতনার (আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাহাদাত) সময় চলমান যুদ্ধের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের স্পষ্ট অবস্থানের ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা প্রথম ফিতনার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলল, 'আপনি কেন যুদ্ধের জন্য বের হচ্ছেন না?'

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমি ওই জামানায় যুদ্ধ করেছি, যখন কাবা ঘরের মাঝে শিরক ছিল। আল্লাহ তাআ'লা আরব ভূখণ্ড থেকে শিরক বিতাড়িত করেছেন। আমি তাদের সাথে লড়াই করা অপছন্দ করি যারা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রবক্তা। তারা বলল, 'খোদার কসম! এটা আপনার প্রকৃত মতামত নয়, বরং আপনার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাসুলের সাহাবিরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি আপনি ব্যতীত আর কেউ বেঁচে থাকবে না, তখন লোকদের বলা হবে, আমিরুল মুমিনিন হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করো।'

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মাঝে এমন কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। তোমরা যখন সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিই। যখন তোমরা বিভক্তি শুরু করো,

সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং মিথ্যাকে এড়িয়ে চলা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ফিতনার সময় শাসকের কাছে যেতেন না। তিনি শুধু তার পেছনে নামাজ আদায় করতেন এবং যাকাতের সম্পদ প্রেরণ করতেন।[৩৬৩] তাকে বলা হলো, 'আপনি উভয়পক্ষের লোকদের সাথে নামাজ পড়েন, অথচ তারা তো পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত!' তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে নামাজের দিকে আহ্বান করে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যে ব্যক্তি আমাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। আর যে ব্যক্তি আমাকে এই বলে আহ্বান করবে— এসো, তোমার মুসলিম ভাইয়ের জান-মালের ক্ষতি করি, আমি তার ডাকে সাড়া দিই না।'[৩৬৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ছিলেন রাসুলুল্লাহর দীর্ঘদিনের সোহবতপ্রাপ্ত সাহাবি। অনেক জ্ঞানের অধিকারী। অধিক পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগীকারী। দুনিয়াবিমুখ একজন ব্যক্তি। তাই সবার মাঝে তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তা হিসেবে ধারণা করতেন।[৩৬৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কোনো শাসকের অন্ধ আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া বা জোরপূর্বক কোনো শাসকের বাইয়াত গ্রহণ করার বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন না।

তার জীবনে এমন নজির নেই যে, তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেননি বা তাতে অংশগ্রহণ করেননি। বরং তিনি উমাইয়া যুগে রাজনৈতিক সমীকরণে সর্বদা প্রধানদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তার কর্মপদ্ধতি ছিল উভয়পক্ষের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শের মাধ্যমে চলমান বিবাদ সমাধান করা, সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া। যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিত, তখন তিনি নিরপেক্ষ থাকতেন এবং যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতেন। তবে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে এড়িয়ে চলেননি। মতবিরোধের

---

৩৬৩. ত্বাকাত: ৪/১৪৯

৩৬৪. ত্বাকাত: ৪/১৭০

৩৬৫. তাহযিবুত তাহযিব: ৫/৩৩১, আসারুল উলামা ফিল হায়াতিস সিয়াসিয়্যাহ: ৩৩৭

ফাতিহ্ প্রকাশন-এর বইসমূহ

প্রকাশিত			
০১	বেলা শেষ পাখি	সাগর ইসলাম	৳ ২৫০
০২	বাঙলা বানান-রীতি	জাফর সাদিক	৳ ১৪৩
০৩	আত্মার ব্যাধি গীবত	ওবায়দুল ইসলাম সাগর	৳ ১২০
০৪	মুমিনের চরিত্র	ওস্তায উসামা আল হিন্দী	৳ ২১০
০৫	দাজ্জালের পূর্বপ্রস্তুতি ও বিশ্বরাজনীতি: ইহুদিবাদের মুখ ও মুখোশ	মুসা আল হাফিজ	৳ ২০০
০৬	ফ্যান্টাস্টিক হামজা	এমডি আলী	৳ ২৭০

প্রকাশিতব্য		
০১	উলামায়ে কেরামের সমালোচনার নেপথ্যে	ইমতিয়াজ বুরহান
০২	মানবতার প্রেসক্রিপশন	শামছুন্নাহার খন্দকার
০৩	পুঁজিবাদ-বস্তুবাদের মুখোশ উন্মোচন	তাফাজ্জুল হক
০৪	রিযিক বৃদ্ধির উপায়	সাগর ইসলাম